ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিওর নিবেদন—

সন্দীপন পাঠশালা

18-3-49

সন্দীপন পাঠশালা

ন্যাশনাল
সাউণ্ড
ষ্টুডিওর

নিবেদন

কাহিনী : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রধান কর্ম্মসচিব : মঙ্গল চক্রবর্ত্তী
শিল্প নির্দ্দেশ : ধীর খাঁ :: হরিপদ ভট্টাচার্য্য
সুরশিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
ছেলেদের গান : রবীন সরকার
সঙ্গীতানুসরণ : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ : প্রভাস ভট্টাচার্য্য
চিত্রায়ণ : প্রবোধ দাস
স্থির চিত্র : বিশ্বনাথ ধর :: মধু ধর
রামানন্দ সেনগুপ্ত
রূপসজ্জা : ত্রিলোচন পাল,
শব্দধারণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
কার্ত্তিক দাস :: হেম গুহ
তত্ত্বাবধান : সৌমেন বন্দ্যোঃ
প্রচার : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপক : অনন্ত পাল
প্রচারচিত্রণ : ষ্টুডিও মিতা

— সহকারী —

পরিচালনায় : অরুণ বন্দ্যোঃ, পঞ্চানন চক্রঃ
চিত্রায়ণে : প্রমথ দাস :: প্রফুল্ল সিংহ
বিজলী মুখোপাধ্যায়
শব্দধারণে : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
সুরশিল্পে : সমরেশ রায়
বিশ্বনাথ তেওয়ারী
ব্যবস্থাপনায় : দেবেন বসু :: সুধাংশু রায়
সম্পাদনায় : সদানন্দ রায় চৌধুরী
ধারা রক্ষায় : বিশ্বনাথ চৌধুরী
দেবী গাঙ্গুলী
বাণী মুখোপাধ্যায়
শিল্পনির্দ্দেশে : গোবিন্দ, তরুণ, জগবন্ধু

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দু' খানি গান

জাগো আলস শয়ন বিলগ্ন
যদি তোর ডাক শুনে কেউ

— রূপায়ণে —

সাধন সরকার, মীরা সরকার,
প্রদীপ বটব্যাল, সিধু গাঙ্গুলী,
অমিতা বসু, সুপ্রভা মুখোঃ

তৎসহ

পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, ভূপেন চক্রবর্ত্তী,
কুমার মিত্র, জীবন মুখোপাধ্যায়,
মনি শ্রীমানী, ফনী বিদ্যাবিনোদ,
আদল চ্যাটার্জ্জী, বাদল চ্যাটার্জ্জী.
বাণী বাবু, সুনীল দাশগুপ্ত, ধীরেন
পাত্র, দেবেন বসু, বিশ্বনাথ চৌধুরী,
বিনয় মুখোপাধ্যায়, শচীন মিত্র,
গোপাল দে, শ্রীমান লক্ষ্মী,
সত্যব্রত, চাঁদু, অনুপ, অসীম,
অলোক, নিরঞ্জন (লেতো), রবী,
শান্তা, সান্ত্বনা, লক্ষ্মীপ্রিয়া, সন্ধ্যা
প্রভৃতি।

-- কৃতজ্ঞতা —

আর, মল্লিক এণ্ড ব্রাদার্স (টেলার্স), ডি, রতন এণ্ড কোং, দেশবন্ধু ব্যায়াম সমিতি,
সব পেয়েছির আসর ঃ পরিচালক মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকার।

আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে
ও
মিচেল ক্যামেরায় গৃহীত

পরিবেশক
মতিমহল
থিয়েটার্স
লিমিটেড

কাহিনী-সঙ্কেত

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
একলা চলো রে—"

একলাই তার চলার পথে যাত্রা শুরু করেছিল পণ্ডিত সীতারাম। নইলে যার চৌদ্দ পুরুষ চাষা, তার কেন পণ্ডিত হওয়ার সাধ জাগে? জ্ঞানের জগতেও যে চিরকাল অস্পৃশ্য হয়ে আছে ছোট জাতের অপবাদে, তার কেন এই বিদ্যা-বিতরণের স্পর্দ্ধা?

ব্রাহ্মণদের বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। উদ্যত টিকি আর জ্বলন্ত হুঁকোয় মনু-পরাশরের ঐতিহ্য। চাঞ্চল্য জেগে ওঠে বাবুদের ভেতর। ক্রোধে জ্বলে ওঠেন সমাজপতি মণিলালবাবু, ব্রাহ্মণকুলরত্ন মাতাল দুশ্চরিত্র শিবশঙ্কর হেসে ওঠে: 'চাষা পণ্ডিত, শুঁড়ি ছাত্র—চমৎকার!'

বাইরে বাধা, ভিতরে বাধা। বাপ রমানাথ পর্য্যন্ত ছেলে সীতারামের এই দুর্ব্বুদ্ধি সহ্য করতে পারে না। সামনে এসেছে নায়েব হওয়ার প্রলোভন—কিন্তু বিদ্যার তীর্থযাত্রী সীতারাম সে প্রলোভনকেও ঠেলে সরিয়ে দেয়। স্ত্রী মনোরমার গঞ্জনায় দুঃসহ হয়ে ওঠে তার জীবন।

কিন্তু তবু আদর্শ ছাড়তে পারে না সীতারাম। জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দেবে বাংলা দেশের অবজ্ঞাত, লাঞ্ছিত লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে।

তার সামনে বাংলার প্রাণমূর্ত্তি মহামানব বিশ্বকবির আদর্শ; তার সম্মুখে 'বিশ্বভারতী'র জাতিভেদবর্জ্জিত জ্ঞানচর্য্যার উদার-সংকেত; তার পার্শ্বের মহাপ্রাণ মাষ্টার মশাই দ্বিজেনবাবুর সস্নেহ আশীর্ব্বাদ।

ভদ্র পাড়ায় স্থান হয়না সীতারামের। তাই সে আশ্রয় নেয় শুঁড়ি পাড়ায়।

শুঁড়ি-পাড়ায় "সন্দীপন পাঠশালা" গড়ে ওঠে পণ্ডিত সীতারামের। পাঠশালার নামকরণ করে দেয় তরুণ সাহিত্যিক দেশকর্ম্মী ধীরানন্দ আশীর্ব্বাদ করেন ধীরানন্দের স্নেহময়ী তেজস্বিনী মা

বাধার পর বাধা আসে। স্কুল-প্রতিষ্ঠার আগের রাতে সব ভেঙে-চুরে একাকার করে দিয়ে যায় মাতাল শিবশঙ্করের দল। হতাশায় ভেঙে পড়তে চায় সীতারামের মন। শুধু উৎসাহ দেয় ধীরানন্দ।

—এগিয়ে চলো। জ্ঞানের তীর্থের যারা নির্ভীক যাত্রী—এমনি করেই তো তাদের এগিয়ে যেতে হয় বাধার প্রাচীর ঠেলে—আঘাতের রক্তাক্ত পথ দিয়ে। ভয় পেয়ে থেমে গেলে তো চলবে না।

বোঝে সীতারাম। দাঁড়ায় মেরুদণ্ড সোজা করে। মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করে ধীরানন্দের প্রেরণা, উৎসাহ দেন স্কুল-ইন্‌স্‌পেকটার রজনীবাবু: হাঁ, এগিয়ে চলো।

সময়ের স্রোত বয়ে যায় অশ্রান্ত গতিতে। 'সন্দীপন পাঠশালা'য় একটির পর একটি ছাত্র এসে জোটে—আসে জয়ধরের মতো কৃতী ছাত্র, আকুর মতো দুরন্ত ছেলে। সুখ-দুঃখে ভালোয় মন্দে তার দিন কাটে।

চোখের সম্মুখে কত আশা—কত স্বপ্ন! তার ছাত্রেরা মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠবে—দেশের দিকে দিকে ছড়িয়ে যাবে তাদের নাম, 'সন্দীপন পাঠশালা' হয়ে দাঁড়াবে শিক্ষার তীর্থক্ষেত্র।

কিন্তু আদর্শের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে বিরোধ গড়ে ওঠে পারিবারিক জীবনে। বাপ রমানাথ কিছুতেই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারে না ছেলের এই পণ্ডিতী-সখকে, স্ত্রী মনোরমার অশিক্ষিত মনোবৃত্তি বারে বারে তাকে আঘাত করে। সীতারামের মন তিক্ত হয়ে ওঠে।

ঠিক এমনি সময় তার দৃষ্টির সামনে একটি নতুন আলো জ্বলে ওঠে:

বালিকা-বিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষয়িত্রী নীলিমা। দীপ্ত দীপ-শিখার মতো মেয়েটি।

মনের মধ্যে নতুন করে দোলা লাগে সীতারামের। পাঠশালার এক নগণ্য কৈবর্ত পণ্ডিতের মনের মণিকোঠায় একটি পদ্ম মেলে দেয় তার প্রথম দল। কিন্তু নিভৃতেই সে পদ্ম ফোটে—কেউ তা দেখতে পায় না।

নতুন করে আবার আসে বাধা। কলকাতায় ধীরানন্দ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয় রাজবন্দীরূপে। খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠশালার ছুটি ঘোষণা করে সীতারাম।

সামান্য পাঠশালার পণ্ডিতের এই অপরাধে ব্রিটিশ-সিংহের সাম্রাজ্যের সিংহাসন দুলে ওঠে বুঝি! রাজরোষে বন্ধ হয়ে যায় 'পাঠশালা'—সীতারামের সাধনার পথে আবার দেখা দেয় দুরতিক্রম্য কালো গহ্বর।

কিন্তু 'সন্দীপন পাঠশালা'র তো মৃত্যু নেই।

শুঁড়ি পাড়ায় নাই বা জুটল জায়গা—ঈশ্বরের পৃথিবীতে তো স্থানের অভাব নেই। 'সন্দীপন পাঠশালা'র নবজন্ম হয় গাছতলায়। আসে দুরন্ত ছেলে আকু—আসে লেতো—সীতারামের সাধনার শিখা জলতে থাকে অনির্ব্বাণ হয়ে।

সংসার একটার পর একটা আঘাত হানে নিষ্ঠুর হাতে। দারিদ্র্য, অভাব, ব্যর্থতা। মনোরমাকে হারায় সীতারাম, একমাত্র মেয়ে ফিরে আসে বিধবা হয়ে। সীতারামের ওপর নামে অকাল বার্দ্ধক্যের কালো ছায়া, চোখের দৃষ্টি যায় অন্ধ হয়ে। তবু সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।

আজ স্বাধীন দেশ। রাজবন্দী ধীরানন্দ ফিরে এসেছে মাথায় জয়ের মুকুট পরে—ফিরে এসেছে নীলিমা ধীরানন্দের বধূরূপে। মুক্ত ভারতের অশোক-চক্রাঙ্কিত পতাকা উড়ছে আকাশে।

* * *

কিন্তু এই নগণ্য জ্ঞানব্রতীর তপস্যা কি আজো পাবে না তার পূর্ণ মূল্য? সীতারামের জীবনব্যাপী এই জ্ঞানচর্য্যা কি মিলিয়ে যাবে একটা দুঃসহ দুঃখের অন্ধকারে?

বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর অমর কাহিনী তার উত্তর দিয়েছে বাণী-চিত্রের অপরূপ দীপায়নে।

সঙ্গীত

(১)

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে
একলা চলো, একলা চলো, একলা চল রে !
যদি কেউ কথা না কয়
ওরে, ওরে ও অভাগা, কেউ কথা না কয়,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে
সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে, ও তুই
মুখ ফুটে তোর মনের কথা
একলা বল রে
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে।

যদি সবাই ফিরে যায়
ওরে ওরে ও অভাগা সবাই ফিরে যায়
যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা, ও তুই
রক্তমাখা চরণ তলে
একলা দল রে—
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে।

যদি আলো না ধরে
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর
জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বল রে—
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চল রে।

(২)

জাগো, আলস শয়ন বিলগ্ন।
জাগো, তামস গহন নিমগ্ন !!
ধৌত করুক করুণারুণ বৃষ্টি,
সুপ্তি জড়িত যত আবিল দৃষ্টি,
জাগো, দুঃখভারনত উদ্যম ভগ্ন !!
জ্যোতি সম্পদ ভরি' দিক্ চিত্ত,
ধন-প্রলোভন-নাশন বিত্ত,
জাগো, পুণ্য বসন পরো লজ্জিত নগ্ন !!

(৩)

বেঁটে খাটো থাকবে নাকো চললে সোজা হ'য়ে,
জিরাফ ভায়া সাফ চলে যায় উচ্চশির লয়ে।
থপ্ থপিয়ে ব্যাং চ'লে ভাই কাদা জলের মাঝে—
মল্লিকাশির ধারে ধারে না সন্ধ্যা সকাল সাঁঝে—
কাঙারুটার লাফ দেখেছো শিরদাঁড়া তার সোজা
জোড়া পায়ে লাফ দিলে ভাই হবে রোগের ওঝা,
শশক ভায়ার তড়িৎ গতি চলে তারা দ্রুত অতি
হয়ে কুঁজো চললে পরে হয় না কোন ক্ষতি—
টগবগাবগ টাট্টু ঘোড়া মনের সুখে ছোটে
চলার গতি দ্রুত হ'লে পুলক জেগে ওঠে।

আমাদের কয়েকখানি
আ গা মী আ ক র্ষ ণ

লো ক বা ণী চি ত্র
প্রতিষ্ঠান লিঃ-এর

দিনের পর দিন

রচনা ও পরিচালনা : জ্যোতির্ময় রায়
সুরসৃষ্টি : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
রূপায়নে : বিনতা রায়, বিকাশ রায়, অপর্ণা, নিবেদিতা দাস

★

সুধা প্রোডাকশান এর

প্রতিরোধ

রচনা ও পরিচালনা : খগেন রায়
সুরসৃষ্টি : জহর মুখোপাধ্যায়
রূপায়ন : মীরা সরকার, রেণুকা রায় অহীন্দ্র, কমল মিত্র,

— একমাত্র পরিবেশক —

মতিমহল থিয়েটার্স লিঃ
৬৮, কটন ষ্ট্রীট : কলিকাতা

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৬৮, কটন ষ্ট্রীটস্থ মতিমহল থিয়েটার্সের পক্ষ হইতে শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং দীপালী প্রেস, কলিকাতা, হইতে মুদ্রিত। মূল্য—দুই আনা